গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
http://lddp.portal.gov.bd

খামারে বাজারমূখী পশুখাদ্য (Market Oriented Feeds and Fodder) উৎপাদনে ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠাকরণের শর্তাবলী Terms of Reference (ToR)

১. উদ্দেশ্য ঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)" এর আওতায় বাজারমূখী পশুখাদ্য (Feeds and Fodder) উৎপাদনে হার্ভেষ্টার ও চপার, রাফেজ শ্রেডার, ট্র্যাক্টর, ট্রেইলার/ফিড মিক্সার, সাইলেজ ভেক্যুম প্যাকিং ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষুদ্র/মাঝারী উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় অনুদান প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা ব্যতীত দেশের ৬১টি জেলায় মোট ১৬ জন উদ্যোক্তাকে এ সহায়তা প্রদান করা হবে।

২. আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

১. আবেদনকারীকে আবশ্যই বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;
২. প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে।আবেদনকারী সংক্ষিপ্ত তালিকাভূক্ত হলে ব্যবসা পরিকল্পনা দাখিলের সময় আবেদনকারীর বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট (যদি থাকে) দাখিল করতে হবে;
৩. আবেদনকারীর পশুখাদ্য (Feeds and Fodder) উৎপাদন কর্যক্রম অবশ্যই প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত হতে হবে;
৪. আবেদনকারীকে বেসরকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হতে হবে (মূলধনের পরিমান পঞ্চাশ হাজার হতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিকসহ মোট কর্মচারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৫ জন হবে);
৫. আবেদন পত্রে উল্লেখিত মোট প্রস্তাবিত বাজেটের কমপক্ষে শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ আবেদনকারীকে বহন করতে হবে;
৬. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানী আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;
৭. আবেদনকারীর ব্যবসা গবাদিপশু ও ডেইরি পশুখাদ্য (Feeds and Fodder) উৎপাদন খাদ্য সংক্রান্ত হতে হবে;
৮. আবেদন/ইওআই (EOI) প্রদানে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে;

৩. ম্যাচিং গ্রান্টের ব্যবহার ঃ

৩.১ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্নিত কাজে ব্যবহার করা যাবে ঃ

ক. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ বিদ্যমান বা নতুন পশুখাদ্য উৎপাদন ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা যাবে।
খ. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি কেনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে:

- হার্ভেষ্টার ও চপার, রাফেজ শ্রেডার, ট্র্যাক্টর, ট্রেইলার/ফিড মিক্সার, সাইলেজ ভেক্যুম প্যাকিং যন্ত্র ইত্যাদি। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হবে;
- ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ পশুখাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা সফটওয়্যার সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পরে;

গ. বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাচিং গ্রান্টের প্রদত্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার তত্ত্বাবধান করবেন।

৩.২ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্নিত কাজে ব্যবহার করা যাবে না ঃ

ক. জমি কেনা বা ভাড়া করা;
খ. যানবাহন কেনা;
গ. অফিসের সরঞ্জাম কেনা;
ঘ. বিল্ডিং এবং সিভিল ওয়ার্কস;
ঙ. অপারেটিং খরচ;
চ. ঋণ পরিশোধ;
ছ. ঋণের সুদ প্রদান;
জ. ওর্য়াকিং ক্যাপিটাল এবং
ঝ. বেআইনী ব্যবসায়িক কর্যক্রম।

৪. ম্যাচিং গ্রান্টের আকার/ পরিমান ঃ

ম্যাচিং গ্রান্ট/ অনুদানের পরিমান ২০.৭৫ লক্ষ টাকার বেশি হবে না । আবেদনকারীর ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমান নির্ধারিত হবে।

৫. এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (EOI)/আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ঃ

ক. দরখাস্তকারীকে ইওআই'তে বর্ণিত সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং তার সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্রসহ আবেদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট(পিএমইউ) এ জমা দিতে হবে;

খ. অসম্পূর্ন আবেদন পত্র বিবেচনা করা হবে না;

গ. ইওআই (EOI) ফর্মেট অনুসরণ করে দরখাস্ত জমা দিতে হবে;

ঘ. আবেদনকারী কেবল একটি প্যাকেজের জন্য আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন; এবং

ঙ. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর জমা দেওয়া কোন ইওআই বা সহায়ক উপকরণ ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

৬. EOI যাচাইকরণ এবং ম্যাচিং গ্রান্ট অনুমোদনের প্রক্রিয়া ঃ

ক. পিএমইউ আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারকরণ;

খ. প্রাপ্ত আবেদনগুলোর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) এ পাঠানো হবে;

গ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) যা করবে:

- আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যাদি যাচাই করা;
- প্রয়োজনে আবেদনকারীর কাছ থেকে যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা চাওয়া;
- পিএমইউ কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমেট বা চেকলিস্ট পূরণ করা; এবং
- যথাযথভাবে কাগজ-পত্র দেখা এবং রেকর্ড করা।

ঘ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) সকল আবেদন যাচাই বাছাই করে পিএমইউতে রিপোর্টসহ প্রেরণ করবে;

ঙ. তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার জন্য স্বাধীন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে;

চ. গ্রান্ট রিভিউ কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সফল আবেদনকারীদের জানানো হবে;

ছ. শুধুমাত্র নির্বাচিত আবেদনকারীকে ব্যবসায় পরিকল্পনা (Business Plan) প্রণয়নের জন্য আহ্বান জানানো হবে;

৭. ম্যাচিং গ্রান্ট চুক্তি এবং বিতরণ ঃ

- প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি বাংলাদেশের আইন অনুসরণপূর্বক সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করবে;
- প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সফল আবেদনকারীদের সাথে চুক্তির আলোচনা সম্পন্ন করবে এবং ম্যাচিং গ্রান্ট সহায়তা চূড়ান্ত করবে;
- আবেদনপত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্য, কাজের পরিকল্পনা, ক্রিয়াকল্পাপ, মাইলস্টোন, তহবিলের ব্যবস্থা এবং প্রতিবেদনের সময়সূচী নির্ধারণ চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- পিএমইউ এর একজন টেকনিক্যাল অফিসার নির্বাচিত ফিড-মিলারদের নিকট চুক্তির প্রতিটি ধারা ব্যাখ্যা করবেন;
- নির্বাচিত ফিড-মিলারগণ প্রকল্পের সাথে চূড়ান্ত অনুদান চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

৮. বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ

একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার (Grievance Redress Mechanism -GRM) মাধ্যমে কোন অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এলডিডিপিতে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বা GRM কার্যকর আছে। এ বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরন GRM মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা প্রাণিসম্পদও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর ওয়েবসাইটে (ht t p://l ddp.por t al .gov.bd/) প্রবেশ করে বা ইমেইল বা লিখিত পত্রের মাধ্যমে বিরোধ/অভিযোগ নিষ্পত্তি/প্রতিকার চেয়ে আবেদন করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারও কোন অভিযোগ থাকলে নিম্ন ঠিকানায়ও যোগাযোগ করা যাবে-

কর্মকর্তার পদবী	যোগাযোগ ঠিকানা
মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা। ই-মেইল: dg@dls.gov.bd টেলিফোন: +৮৮০২৯১০১৯৩২ ডাক ঠিকানা: প্রাণিসম্পদ ভবন-১, (২য় তলা) কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।